6.8 সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region)

মানব সভ্যতার যথার্থ পরিচয় তার সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়; পৃথিবীর বেশ কয়েকটি অঞ্চলে মানবসভ্যতা; তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে বিকশিত হয়েছিল। তাই সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণযুক্ত বিস্তীর্ণ সভ্য অঞ্চলগুলিই এক-একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলরূপে পরিগণিত হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন; সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষেরই সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য একই থাকে। কোনও কোনও ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক অধিকার ক্ষেত্র (Cultural Realm) এবং সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region)-কে একই মুদ্রার দুই দিক মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে সাংস্কৃতিক অঞ্চল কথাটি বৃহৎ আঙ্গিকে ব্যবহৃত হয়।

6.8.1 সংজ্ঞা (Definition) :

সাধারণত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমধর্মীতার ভিত্তিতে চিহ্নিত মানবসভ্যতার সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানমূলক বিশেষ ক্ষেত্রগুলিই হল সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region)।

এ প্রসঙ্গে 1967 সালে **A.H. Robinson** এবং **R. A. Bryson** বলেছেন—সাংস্কৃতিক অঞ্চল হল পৃথিবীর এমন এক অঞ্চল যেখানে এক বিশেষ সংস্কৃতিমনস্ক জনসমাজের বাস; যাদের সমধর্মী জীবনযাপন এবং সমধর্মীয় মূল্যবোধ হল বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ।

সুতরাং সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়; পৃথিবীর যে সমস্ত ব্যাপ্তিস্থলগুলিতে মানুষের ভাষা; ধর্মীয় মূল কাঠামো; খাদ্য; বস্ত্র; বাসস্থান; আচার-ব্যবহার; প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সমধর্মী বিস্তার পরিলক্ষিত হয়; তাকেই সাংস্কৃতিক অঞ্চল রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

6.8.2 পটভূমি (Background) :

পৃথিবীতে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে; সেই সম্পর্কিত ধারণার একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে।

ভৌগোলিকদের মতে; সাংস্কৃতিক অঞ্চলের যাবতীয় ধারণা আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism) থেকেই গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়; পৃথিবীর কোনও একটি অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যতা যে বস্তুগত এবং বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে; তা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ধারণাকে প্রসারিত করে। ভৌগোলিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ধারণা মূলত 1920-এর দশক থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এ প্রসঙ্গে; মার্কিন ভৌগোলিক **Carl O. Sauer**- এর অবদান সবচেয়ে অগ্রণী। তিনি সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। **Carl O. Sauer** পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে মানুষের এবং মনুষ্য সম্প্রদায়ের বসবাসের ক্ষেত্রে তাদের অভিযোজন ক্ষমতাকেই দায়ী করেছেন। তিনি আরও বলেছেন; পরিবেশে মানুষের অভিযোজন প্রণালীই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর মতে; খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষ জমি কর্ষণ করেছে; সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছে; শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। জীবনযাত্রাকে আরও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ করে তুলতে মানুষ নদীর ওপর সেতু সংযোগ করেছে; নিত্য নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছে; বসতি অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এভাবে প্রকৃতির নিসর্গে মানুষ নিত্যনতুন সাংস্কৃতিক অঞ্চল স্থাপন করেছে।

তবে প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলেরই পরস্পরব্যাপী একটি আন্তঃসংযোগগত পটভূমি দেখা যায়। **ম্যাপুয়েন** 1969 খ্রিস্টাব্দে এ প্রসঙ্গে যে ধারণাচিত্রটি তুলে ধরেন সেটি নীচে প্রদর্শিত হল।

6.8.3 বৈশিষ্ট্য (Characteristics) :

সাংস্কৃতিক অঞ্চলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়; যেমন—

(i) সাংস্কৃতিক অঞ্চল ভূপৃষ্ঠের বিশেষ কোনও অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে বিকশিত হয়।

(ii) সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিতে সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন বিশিষ্ট জনসমাজ কতকগুলি ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করে।

(iii) সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সমন্বয় গড়ে ওঠে।

(iv) প্রতিটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল সেখানকার সম্ভাব্য সম্পদগুলির সঙ্গে একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপন করে।

(v) বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বিস্তৃতি অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেমন ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল।

(vi) সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলি ধারাবাহিকভাবে গতিশীল প্রকৃতির।

(vii) পৃথিবীর সমস্ত সাংস্কৃতিক অঞ্চলেরই একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে।

6.8.4 ভিত্তি (Base) :

সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে; সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বেশ কিছু সাধারণ ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়; এগুলি হল—

(i) **বিশ্বাস (Beliefs) :** বাহ্যিক জগৎ কিংবা কোনও ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে মানুষের সচেতন অনুভূতির দৃঢ়তাই হল বিশ্বাস। পৃথিবীর প্রতিটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসগত প্রত্যয়ই হল; একটি সর্বজনসম্মত ভিত্তি।

(ii) **ভাষা (Language) :** সমাজ ও সংস্কৃতির প্রধান চালিকাশক্তি; তথা প্রধান হাতিয়ার হল ভাষা। সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিতে মানুষ তাদের স্পষ্ট উচ্চারিত কতকগুলি শব্দের প্রয়োগে যে ভাবের আদানপ্রদান করে; তার মাধ্যমেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে; মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

(iii) **ধর্ম (Religion) :** একটি নির্দিষ্ট পরম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নির্ভরশীলতার মানসিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশকে এককথায় ধর্ম বলা হয়। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ভাবাবেগ; ধর্মীয় অনুষ্ঠান; ধর্মীয় দীক্ষা; নৈতিক বক্তৃতা; প্রার্থনা; সমাধি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধ হয়। তা ছাড়া ধর্ম পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সীমানাকেও স্থিরীকৃত করে।

(iv) **খাদ্য (Food) :** মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে সমস্ত দেহ পরিপোষক এবং দেহ সংরক্ষক উপাদানগুলিকে আহার্য রূপে ব্যবহার করে; তাকেই খাদ্য বলা হয়। আদিম কাল থেকেই মানুষের খাদ্যান্বেষণ পদ্ধতিতে হাতিয়ারের প্রয়োগ; সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পৃথিবীতে মানুষের খাদ্যান্বেষণ এবং খাদ্যগ্রহণের নিত্যনতুন কৃৎকৌশল সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে আরও প্রগতিশীল করে তোলে।

(v) **বস্ত্র (Clothing) :** আদিম যুগে মানুষ যখন কোনও গুহা বা বনাঞ্চলে বসবাস করতো; তখন মানুষের কোনও নির্দিষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল না। সভ্যতার অগ্রগতি তথা সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনে; বস্ত্র পরিধান অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয়। বস্ত্রপরিধান মানুষকে আরও সুসভ্য ও সংস্কৃতিপরায়ণ করে তোলে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বস্ত্রপরিধানের প্রকৃতিগত যথেষ্ট তারতম্য আজও লক্ষ করা যায়।

(vi) **বাসস্থান (Shelter) :** মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যে নিরাপদ স্থলে আশ্রয় নেয়; তাকেই বাসস্থান বলা হয়। বাসস্থানের মধ্য দিয়ে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়; ফলে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত আরও সুদৃঢ় হয়। এভাবে একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পরিসীমা বৃদ্ধি পায়।

(vii) **প্রযুক্তি (Technology) :** সংস্কৃতির সঙ্গে প্রযুক্তি কথাটি ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত। কারণ প্রযুক্তির হাত ধরেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগতের যাবতীয় পরিবর্তন এনে সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটায়। মানুষ তার প্রযুক্তি দিয়েই আশেপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আরও উন্নততর করে তোলে। ফলে সাংস্কৃতিক

অঞ্চলগুলিতেও তার প্রভাব পড়ে। যেমন—ইউরোপ; আমেরিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলি প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেক এগিয়ে।

প্রসঙ্গত; সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র গড়ে ওঠে; যেমন—

- উৎপাদন প্রযুক্তি
- নির্মাণ প্রযুক্তি
- পরিবেশগত প্রযুক্তি
- তথ্য প্রযুক্তি
- জৈব প্রযুক্তি
- মাইক্রো ও ন্যানো প্রযুক্তি প্রভৃতি।

(viii) জীবনযাপন পদ্ধতি ও উন্নয়ন (Way of Life and Development) : পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার পদ্ধতি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সমাবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে বেশ কতকগুলি নিয়মকে অনুসরণ করে। এই নিয়মগুলিই কালপরম্পরায় একটি উন্নয়ন ক্ষেত্র গড়ে তোলে। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি ও উন্নয়নক্ষেত্র তাই পরোক্ষভাবে সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উন্মেষ ঘটায়।

6.8.5 সাংস্কৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Cultural Region)

পৃথিবীর সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিকে ভৌগোলিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিন্যাস এবং অঞ্চলগুলির প্রকৃতি উল্লেখ করা হল।

(ক) প্রকৃতি অনুসারে সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region according to nature)

প্রকৃতিগত সীমার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে প্রধানত দুইভাবে ভাগ করা হয়; যেমন—

(1) বাহ্যিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Formal Cultural Region) : পৃথিবীর কোনও বিশেষ সীমায়িত অঞ্চল যখন কোনও একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সমরূপতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে; তাকে বাহ্যিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল বলে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক অঞ্চল কোনও একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে গড়ে ওঠে।

(2) ক্রিয়ামূলক সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Functional Cultural Region) : কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে যে সমস্ত অঞ্চল মানুষের পারস্পরিক আদানপ্রদানের সমন্বয়ে; কিংবা নির্দিষ্ট কতকগুলি কার্যাবলির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে; তাকে ক্রিয়ামূলক সাংস্কৃতিক অঞ্চল বলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রিয়ামূলক সাংস্কৃতিক অঞ্চল কোনও বৃহৎ নদী অববাহিকা বা নগরের প্রাণকেন্দ্রভূমিতে গড়ে ওঠে।

অধ্যাপক **Majid Husain** আরও একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন; তা হল বেদনগত (Perceptual) বা স্বদেশীয় (Vernacular) সাংস্কৃতিক অঞ্চল। এই ধরনের সাংস্কৃতিক অঞ্চল কোনও জনপ্রিয় লোকসাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে। তবে এখানে কোনও প্রকার সমধর্মীতা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন।

(খ) অবস্থান অনুসারে সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region according to Location)

অবস্থানগত বৈচিত্র্যের নিরিখে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়।

● **Broek প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ :** 1973 সালে অধ্যাপক **J.O.M. Broek** সমগ্র পৃথিবীতে 6টি সাংস্কৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন; যেমন—

1. পশ্চিম ইউরোপীয়-পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
2. উত্তর আফ্রিকা; দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া; আরবীয়-ইসলামীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
3. ভারতীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
4. পূর্ব এশীয়-চৈনিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল;

5. দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল; এবং
6. মধ্য আফ্রিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল।

● **Morrill প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ : Richard Morrill** সমগ্র পৃথিবীকে মোট 5টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল—

1. পশ্চিমি খ্রিস্টান সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
2. ইসলামীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
3. ভারতীয় হিন্দু সাংস্কৃতিক অঞ্চল;
4. পূর্ব এশীয় বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল; এবং
5. আফ্রিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল।

● **de Blij প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ :** সাংস্কৃতিক অঞ্চলের সর্বাধুনিক শ্রেণিবিভাগটি করেছিলেন **de Blij**। তিনি পৃথিবীকে মোট 12টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলি হল—

1. দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় এবং উঃ আফ্রিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (South-West Asia and North African Cultural Region)
2. ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (European Cultural Region)
3. ভারত এবং ভারতীয় পরিসীমার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Indian and Indian Perimeter Cultural Region)
4. চৈনিক সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Chinese Cultural Region)
5. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (South-East Asian Cultural Region)
6. আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক অঞ্চল (African Black Cultural Region)
7. মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Middle and South American Cultural Region)
8. উত্তর আমেরিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (North American Cultural Region)
9. অস্ট্রেলিয়ান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Australian Cultural Region)
10. পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Former Soviet Union Cultural Region)
11. জাপানি সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Japanese Cultural Region)
12. প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Pacific Ocean Cultural Region)

➤ সমন্বয়ী দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক অঞ্চল

বিশ্বময় সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলির পরিব্যাপ্তি নিয়ে বিভিন্ন ভৌগোলিকদের মধ্যে মতানৈক্যের জন্য; সেগুলিকে অনুধাবন করা যথেষ্ট কষ্টকর। তাই সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ভৌগোলিক **J.O.M. Broek, Richard Morrill, de Blij** প্রমুখ ভৌগোলিকদের দেওয়া সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিকে সমন্বয় করে পৃথিবীতে মোট 12টি প্রধান সাংস্কৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল—

1. দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (South-West Asia and North African Cultural Region)
2. পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (West Europian Cultural Region)

3. ভারত এবং ভারতের পরিসীমার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Indian and Indian Perimeter Cultural Region)
4. পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (East Asian Cultural Region)
5. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (South-East Asian Cultural Region)
6. আফ্রিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (African Cultural Region)
7. উত্তর আমেরিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (North American Cultural Region)
8. মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Central and South American Cultural Region)
9. অস্ট্রেলিয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Australian and Pacific Cultural Region)
10. পূর্ব ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (East Europian Cultural Region)
11. জাপানের সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Japanese Cultural Region)
12. সুমেরু প্রদেশীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Arctic Cultural Region/Polar Cultural Region)

সাংস্কৃতিক অঞ্চল এবং সাংস্কৃতিক এলাকার পার্থক্য (Difference between Cultural Region and Cultural Area):

বিষয়	সাংস্কৃতিক অঞ্চল (Cultural Region)	সাংস্কৃতিক এলাকা (Cultural Area)
(i) ধারণা	পৃথিবীর যে অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সমধর্মীতা বজায় থাকে; তাকেই সাংস্কৃতিক অঞ্চল বলা হয়।	কোনও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের যে পরিসরে; কোনও বিশেষ জনসম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণগুলিকে ধারাবাহিকভাবে বয়ে নিয়ে চলে তাকে সাংস্কৃতিক এলাকা বলে।
(ii) বিস্তৃতি	সাংস্কৃতিক অঞ্চলের বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক।	সাংস্কৃতিক এলাকার বিস্তৃতি খুব একটা বৃহৎ নয়।
(iii) গঠন	সাংস্কৃতিক অঞ্চল একাধিক সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে।	সাংস্কৃতিক এলাকা একটি স্বাতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে গড়ে ওঠে।
(iv) উপাদান	সাংস্কৃতিক অঞ্চলের প্রধান উপাদানগুলি হল—ভাষা; ধর্ম; জীবিকা প্রভৃতি।	সাংস্কৃতিক এলাকার প্রধান উপাদানগুলি হল সম্প্রদায়ভিত্তিক সমগোত্রীয় ভাবধারা; আবেগ; পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি।
(v) স্পষ্টতা	সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিতে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি সহজ নয়।	সাংস্কৃতিক এলাকায় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।
(vi) মিশ্রণ	সাংস্কৃতিক অঞ্চলে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির মিশ্রণ খুব বেশি।	সাংস্কৃতিক এলাকায় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির স্বাতন্ত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়।
(vii) উদাহরণ	পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক অঞ্চলের উদাহরণ হল— (a) পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (b) আফ্রিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (c) উত্তর আমেরিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল (d) পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল প্রভৃতি।	পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক এলাকা হল— (a) কলকাতার চিনাপাড়ার সাংস্কৃতিক এলাকা (b) কানপুরের বাংলাপাড়া সাংস্কৃতিক এলাকা (c) কলকাতার বড়বাজারের মাড়োয়ারি পাড়ার সাংস্কৃতিক এলাকা প্রভৃতি।

একনজরে

বিশ্বের প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক অঞ্চল

নং	সাংস্কৃতিক অঞ্চলের নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	জলবায়ু	প্রধান ভাষা	প্রধান ধর্ম	নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি	উপঅঞ্চল
1.	দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার সাংস্কৃতিক অঞ্চল বা শুষ্ক মুসলিম সাংস্কৃতিক অঞ্চল	দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইরাক; ইরান; সৌদি আরব; সিরিয়া; ইস্রায়েল; লেবানন; জর্ডন এবং উত্তর আফ্রিকার—মিশর; লিবিয়া; মরক্কো; সুদান; ইথিওপিয়া; আলজিরিয়ায় অবস্থিত।	জলবায়ুগত দিক থেকে অঞ্চলটি অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক প্রকৃতির। এখানকার বেশ কিছু অংশে মরু জলবায়ু বিরাজ করে।	হেমাটিক-সিমিটিক এই দুই প্রাচীন ভাষা এখানে প্রচলিত। আরবি— এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা হলেও ফরাসি; উজবেক; কাজাক ভাষাও এখানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত।	এখানে সপ্তম শতাব্দীতে হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত সুন্নি ইসলাম ধর্ম সর্বব্যাপী (90%) প্রসারিত হলেও স্থানে স্থানে ইহুদি; খ্রিস্টান; বুজি; বাহাই প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় দেখা যায়।	এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ককেসয়েড নৃ-জাতি গোষ্ঠীভুক্ত। বেদুইন বানজারা; তুয়ারেগ; বারবের প্রভৃতি এখানকার মুখ্য উপজাতি।	● এখানে একেশ্বরবাদী মসজিদ কেন্দ্রিক ধর্মে নামাজের মধ্য দিয়ে জনসম্প্রদায় একত্রিত হয়। ● এখানকার 60%-এর কম লোক শহরে বাস করে এবং সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক কম। ● পশুপালন এবং মরুদ্যান কেন্দ্রিক স্থায়ী জীবিকাসহ্য ভিত্তিক কৃষি দেখা যায়। খনিজ অর্থনীতি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ● রাষ্ট্রভেদে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র দেখা গেলেও তা অস্থির প্রকৃতির।	(a) আরব যাযাবর অঞ্চল (b) তুর্কী মোঙ্গল অঞ্চল প্রভৃতি।
2.	পশ্চিম ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল	পশ্চিম ইউরোপের অন্তর্গত জার্মানি; ফ্রান্স; গ্রেট ব্রিটেন; আয়ারল্যান্ড; ইতালি; স্পেন; অস্ট্রিয়া; বেলজিয়াম; পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশে অবস্থিত।	এখানকার জলবায়ু শীতল কিংবা নাতিশীতোষ্ণ মনোরম প্রকৃতির। তুষারপাত এই অঞ্চলের একটি সাধারণ ঘটনা।	অঞ্চলটিতে ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষার সমন্বয় ঘটেছে। এখানকার প্রধান ভাষার মধ্যে অন্যতম হল—জার্মান; ফ্রেঞ্চ; ইংরেজি; স্প্যানিস; চেক প্রভৃতি।	খ্রিস্টান ধর্ম এই অঞ্চল প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখানকার খ্রিস্টান ধর্মের ৩টি ভাগ রয়েছে (i) রোমান ক্যাথলিক (ii) প্রোটেস্ট্যান্ট এবং (iii) প্রাচীন অর্থোডক্স।	এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীরা ককেসয়েড নৃ-জাতি গোষ্ঠীভুক্ত।	● উন্নত নাগরিক জীবন; কৃষি; শিল্প; উন্নত প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে এখানকার আধুনিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। ● শিল্প বিপ্লবের পর এই অঞ্চলে উন্নত পুঁজি ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠে। ● অঞ্চলটি হল গণতন্ত্রের জন্মভূমি। এখানে সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত।	(a) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জীয় অঞ্চল; (b) স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল; (c) নিম্ন প্রদেশ অঞ্চল

নং	সাংস্কৃতিক অঞ্চলের নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	জলবায়ু	প্রধান ভাষা	প্রধান ধর্ম	নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি	উপঅঞ্চল
	আমেরিকান সাংস্কৃতিক অঞ্চল	বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।		কিছু সম্প্রদায় কথা বলে থাকেন।	এই দুটি ভাগে বিভক্ত।		● কৃষি-শিল্প-প্রযুক্তি-যোগাযোগ এখানকার অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি। ● গণতান্ত্রিক রাজনীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত।	(b) কানাডার সাংস্কৃতিক অঞ্চল
9.	অস্ট্রেলীয়-প্রশান্ত মহা -সাগরীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল	অস্ট্রেলিয়া; নিউজিল্যান্ড; তাসমানিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েক হাজার দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত।	সমগ্র অঞ্চল জুড়ে উপক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়।	এখানকার প্রায় 80% মানুষের প্রধান ভাষা হল ইংরাজী। এছাড়াও মান্দারিন (1.7%) ইটালি (1.5%) এবং আরবি (1.4%) ভাষাও প্রচলিত।	এখানকার প্রধান ধর্ম খ্রিস্টান হলেও অন্যান্য উপজাতি কেন্দ্রিক প্রাচীন ধর্মও রয়েছে।	ককেসয়েড; অস্ট্রালয়েড কিংবা বহুজাতি ভিত্তিক মনুষ্য সম্প্রদায় এখানে বসবাস করে।	● বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এখানকার সংস্কৃতি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পশ্চিমি সংস্কৃতির ধারক ক্রিকেট; ফুটবল; টেনিস প্রভৃতি খেলা এখানে বেশ জনপ্রিয়। ● কৃষি; পশুপালন; মৎস্য আহরণ শিল্প এখানকার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সমগ্র অঞ্চলটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।	(a) অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল (b) পলিনেশিয়া অঞ্চল (c) মেলানেশিয়া অঞ্চল (d) মাইক্রো-নেশিয়া অঞ্চল
10.	পূর্ব ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল বা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল	রাশিয়া; ইউক্রেন; কাজাখস্তান; পোল্যান্ড; অস্ট্রিয়া; সুইজারল্যান্ড; রোমানিয়া; বুলগেরিয়া; মিনল্যান্ড; হাঙ্গেরী; বেলারুশ; সোভাকিয়া; লিথুয়ানিয়ায় অবস্থিত।	সমগ্র অঞ্চল জুড়ে শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করছে।	এখানে প্রায় 100টি ভাষার প্রচলন রয়েছে; যার মধ্যে প্রধান হল রুশ ভাষা। এছাড়াও ল্যাটিন; বাল্টিক; স্লাভ প্রভৃতি ভাষাও প্রচলিত।	খ্রিস্টান ধর্ম এই অঞ্চলের প্রধান হলেও এখানে ইসলাম; বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরও দেখা যায়।	এখানে 160 টি গোষ্ঠীর মধ্যে ককেসয়েড ও মঙ্গোলয়েড এই দুই নৃজাতি গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও; কোথাও কোথাও নর্ডিক এবং আর্সেনীয় প্রজাতির মিশ্রণ দেখা যায়।	● এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত কঠোর ও পরিশ্রমী বলে জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত। ● এখানকার 70% মানুষই শহরে বসবাস করে। আর খাদ্য ও পোশাক পরিধানে এই অঞ্চল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ তবে অনগ্রসর অঞ্চলও এখানে রয়েছে। ● কৃষি-শিল্প-খনিজ দ্রব্য উত্তোলন এখানকার অর্থনীতিকে উন্নত করেছে। ● এখানে গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।	(a) রাশিয়া অঞ্চল (b) পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল

নং	সাংস্কৃতিক অঞ্চলের নাম	ভৌগোলিক অবস্থান	জলবায়ু	প্রধান ভাষা	প্রধান ধর্ম	নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি	উপঅঞ্চল
11.	জাপানের সাংস্কৃতিক অঞ্চল	সমগ্র জাপান দ্বীপপুঞ্জীয় অঞ্চলে অবস্থিত।	এখানকার প্রধান জলবায়ু হল শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু।	জাপানী হল এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা।	এখানকার প্রায় 95% মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; 3%-4% রয়েছে সিন্টো ধর্মাবলম্বী এবং 1%-2% রয়েছে খ্রিস্টান।	এই অঞ্চলের সমগ্র জনজাতিগোষ্ঠী হল মঙ্গোলীয়।	● উন্নত সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির ধারাবাহিকতা এখানকার জনসমাজকে অত্যন্ত গতিশীল করে তুলেছে। ● কৃষি-মৎস্য আহরণ-শিল্প প্রভৃতি এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ● এখানকার সর্বত্রই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।	(a) জাপান অঞ্চল (b) জাপান পারিপার্শ্বিক অঞ্চল
12.	সুমেরু প্রদেশীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চল	পৃথিবীর উত্তরে সুমেরু প্রদেশীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চলটি গ্রিনল্যান্ড; আলাস্কা; সাইবেরিয়া; উত্তর কানাডা; আইসল্যান্ড; নরওয়ে; সুইডেনের উত্তরাংশে অবস্থিত।	সমগ্র অঞ্চলটিতে হিমশীতল তুন্দ্রা জলবায়ু দেখা যায়।	এই অঞ্চলের প্রধান ভাষা হল উনাঙ্গান। এছাড়াও স্থানে স্থানে ইংরেজি; ল্যাপ; ইউপিক প্রভৃতি ভাষা গোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়।	সমগ্র অঞ্চলটিতে খ্রিস্টান এবং ইহুদী ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছে।	এখানকার জনসমাজ মঙ্গোলীয় নৃজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্গত।	● এখানকার জনসমাজ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী। ● বিভিন্ন হস্তকলায় এরা পারদর্শী। দলগত ঐক্য এরা মেনে চলে। ● শিকার; সমুদ্র থেকে প্রাণীজাত দ্রব্য সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে এরা জীবিকা নির্বাহ করায়; এখানকার অর্থনীতি অত্যন্ত অনুন্নত প্রকৃতির। ● বর্তমানে কৃষিজমিতে এখানকার মানুষজনকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ● রাজনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চল যথেষ্ট পিছিয়ে।	(a) সাইবেরিয়া অঞ্চল (b) আলাস্কা অঞ্চল (c) ফিনল্যান্ড অঞ্চল